ভোরের কাগজ

২৮/১০/২০০০

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

গ্রীনহেরাল্ড স্কুলে দুদিনব্যাপী কুইজ প্রতিযোগিতা

কাগজ প্রতিবেদক : রাজধানীর গ্রীনহেরাল্ড স্কুলের রিফাত সারমিনের পছন্দ কম্পিউটার সায়েন্স। স্যানিডেল স্কুলের লায়লা নওশীনের জীববিজ্ঞান। আর আতিয়ার হাবিবের পদার্থবিদ্যা। জ্যোতির্বিজ্ঞান মোটেই পছন্দ নয় স্কলাসটিকার মেয়েটির। অথচ রসায়ন, কম্পিউটার সায়েন্স, ভূগোল, পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান—সবগুলোতেই সিদ্ধহস্ত ওরা। বিজ্ঞানের সব কঠিন কঠিন তত্ত্ব ওদের মাথায়। তাই প্রত্যেকটি কুইজেরই ঠিক ঠিক উত্তর দিতে বারবার লাফিয়ে উঠছিল ওরা আসন ছেড়ে। যেন প্রত্যেকেই একেকজন ক্ষুদে বিজ্ঞানী।

শুক্রবার এভাবেই শুরু হলো নগরীর সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারস গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এফএক্স-১৩ ক্রোম সায়েন্স ক্লাব আয়োজিত ২ দিনব্যাপী কুইজ প্রতিযোগিতার ক্রোম-৩ উৎসব। উৎসবের শুরুতেই প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ক্লাবের সভাপতি ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী সারাহ প্রিমিলা আলী, উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করেন মুনতাজাহ আর আহমেদ, উদ্বোধন করেন স্কুলের প্রিন্সিপাল সিস্টার রেণু আরএনডিএম এবং প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতায় নিয়ম ও কুইজ সম্পর্কে জানিয়ে দেন উৎসবের প্রধান সমন্বয়ক রোনাল্ড ক্রুজ।

উৎসবে অংশ নেয় নগরীর ৫টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্কলাসটিকা, সানবিমস, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল, স্যানিডেল ও আয়োজক স্কুল গ্রীনহেরাল্ডের নমব ও দশম শ্রেণীর ২০ জন প্রতিযোগী। কম্পিউটার সায়েন্স পদার্থ, রসায়ন, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে সেরা প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ৫ রাউন্ড, কুইজ প্রতিযোগিতা থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হবে ৪টি টিমকে। নীল ও সবুজ দলে বিভক্ত এই ৪ টিম থেকে নির্বাচিত ২টি টিম চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। সেখান থেকে বিচারকমন্ডলী বিজয়ী ১টি দলকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করবেন।

উৎসবের প্রধান সমন্বয়ক রোনাল্ড ক্রুজ বলেন, শুধু কুইজ প্রতিযোগিতায় নয়, ক্লাবের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানমেলা, বিজ্ঞান সেমিনার, বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ও ফ্যাক্টরি পরিদর্শন, স্কাই ওয়াচ, ডিসকাশন প্রজেক্টেরও ব্যবস্থা করে থাকি আমরা। পড়াশোনার পাশাপাশি বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান আহরণও এই ক্লাবের লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দশম শ্রেণীর ছাত্রী রিফাত লারমিন বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে অন্যান্য স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে মিলবার সুযোগ পাই, বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যও জানতে পারি আমরা।

ইনফরমেশন (ওয়েব) অফিসার নবম শ্রেণীর আফওয়ান আহমেদ বলেন, গৎবাঁধা লেখাপড়ার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিতে এই ধরনের উৎসব ভীষণ আনন্দের আমাদের জন্য।

উৎসবের সমন্বয়ক অফিসার নবম শ্রেণীর ছাত্রী ফায়জা আহমেদ নিজেদের কৃতিত্ব সম্পর্কে বলেন, এর আগে ২ বারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমরা।

উৎসবকে অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রধান সেতু বলে অভিহিত করেন বিনোদন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নবম শ্রেণীর আনিকা চৌধুরী।

শনিবার উৎসবের সমাপনী দিনে ২ রাউন্ড প্রতিযোগিতা শেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজয়ী দলকে ট্রফি ও সদনপত্র বিতরণ করেন স্কুলের প্রিন্সিপাল সিস্টার রেণু।